সংবাদ

তারিখ ... 05 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

গফরগাঁও শরীফ ফরাজি সর. প্রা. বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে উপবৃত্তির অর্থ আত্মসাতসহ নানা অভিযোগ

প্রতিনিধি, গফরগাঁও

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে চরআলগী ইউনিয়নের ২১নং শরীফ ফরাজি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্ব) মোশারফ হোসেন আলমগীরের বিরুদ্ধে বিদ্যালয় উন্নয়নের ৪০ হাজার টাকার মধ্যে দুই হাজার টাকার রং ক্রয় করে তা বিদ্যালয়ের দেয়ালে লাগিয়ে বাকি টাকা আত্মসাৎ, বিদ্যালয়ে না এসে অগ্রিম শিক্ষক হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে রাখা, ১৫ আগস্টে জাতীয় শোক দিবস পালন না করে বেলা ১১টায় বিদ্যালয়ে তালা লাগিয়ে চলে যাওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়াও কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতেরও অভিযোগ উঠেছে। এসব ঘটনায় অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের বাড়ি ঘেরাও এবং বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতির সঙ্গে ধস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটেছে।

সরেজমিনে ওই বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, প্রধান শিক্ষক মোশারফ হোসেন (চলতি দায়িত্ব) গত বুধবার থেকে গতকাল শনিবার পর্যন্ত শিক্ষক হাজিরা খাতায় অগ্রিম স্বাক্ষর করে রেখেছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক জানান, বিদ্যালয় সুসজ্জিত করার জন্য বরাদ্দকৃত ৪০ হাজার টাকার মধ্যে প্রধান শিক্ষক মাত্র দুই হাজার টাকার রং ক্রয় করে বিদ্যালয়ের দেয়ালে সেই রং লাগিয়ে বাকি টাকা তিনি আত্মসাত করেছেন। টাকার বিষয়ে জানতে চাইলে অন্য শিক্ষকদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন। তারা আরও জানান, দীর্ঘদিন যাবত প্রধান শিক্ষক আলমগীর বিদ্যালয়ে না এসে হাজিরা খাতায় অগ্রিম স্বাক্ষর করে আসছেন। সরকারের কঠোর নির্দেশ থাকার পরেও ১৫ আগস্ট কেন জাতীয় শোক দিবস পালন না করে বিদ্যালয়ে তালা লাগানো ছিল এমন প্রশ্নে শিক্ষকরা বলেন, প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে তালা লাগিয়ে চলে গেলে আমাদের কি করার আছে। তারপরেও আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী শোক দিবসের কর্মসূচি পালন করেছি।

শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা কম দেয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে শিক্ষকরা জানান, প্রধান শিক্ষক উপবৃত্তি বিতরণকালে তিনি প্রত্যক শিক্ষার্থীকে ৪শ' থেকে ৬শ' টাকা হারে কম দেন। এ ঘটনায় অভিভাবক ও স্থানীয়রা তাকে অফিস কক্ষে আটক করে বাইর থেকে তালা ঝুলিয়ে দেন। খবর পেয়ে শিক্ষা কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম ঘটনাস্থলে উপস্থিত তাকে উদ্ধার করেন। পরে কম দেওয়া অনেক শিক্ষার্থীকে পুনরায় তিনি টাকা দিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক আলমগীরের (০১৮১৪৪০৩০৯৯) মুঠোফোনে কথা বলে অগ্রিম কেন স্বাক্ষর করেন জানতে চাইলে তিনি স্বীকার বলেন, ভুলক্রমে অগ্রিম হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে ফেলেছি। এমনটা আর হবে না। বিদ্যালয়ের ৪০ হাজার টাকার মধ্যে দুই হাজার টাকার রং ক্রয় করে বাকি টাকা আত্মসাৎ করেছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি জানান, রং ক্রয় ব্যতীত লাগানো বাবদ আরো কিছু টাকা খরচ হয়েছে বাকি টাকা শিগগির বিদ্যালয়ে ফেরত দেব। জাতীয় শোক দিবস পালন না করার বিষয়টি তিনি অস্বীকার করে বলেন, সকালে বিদ্যালয়ে পৌঁছে জাতীয় শোক দিবস পালন করে দুপুর ১১টার সময় বিদ্যালয়ের একটি কক্ষ খোলা রেখে বাকিগুলোতে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়। আর যে সকল শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তির টাকা কম পেয়েছিল তাদেরকে পুনরায় ওই টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। শরীফ ফরাজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি আজিজুল ফরাজি অভিযোগ করে বলেন, প্রধান শিক্ষক কাউকে পরোয়া করেন না। বরং দম্ভোক্তি করে বলেন, আমি বরখাস্ত হলে আরো ভালো। বাড়িতে বসে বসে বেতন পাবো। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম সত্যতা স্বীকার করে বলেন, প্রধান শিক্ষককের বিরুদ্ধে সকল অভিযোগের তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।